২.৪ অনুবিভাগ-৪: (জাতিসংঘ)

পটভূমি:

বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের বিভিন্ন আবাসিক ও অনাবাসিক সংস্থাসমূহ এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (MDGs)পর আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে Sustainable Development Goals (SDGs) অর্জনে সহায়তা প্রদান/সহায়ক ভূমিকা পালন-এ সংস্থাসমূহের প্রধান লক্ষ্য । এ লক্ষ্যে এ সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলপত্রের সাথে জাতিসংঘের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহকে সাযুজ্যপূর্ণ করে সমতাভিত্তিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। এ ছাড়া, এ অনুবিভাগ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাথে আলোচনা/ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠান এবং কার্যকরী যোগাযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনুদান সংগ্রহের নিমিত্ত কারিগরী প্রকল্প দলিল/সমঝোতা দলিল স্বাক্ষর করে থাকে। উপরন্তু, বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘের নীতিগত বিষয়াদি, সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সহায়তাপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা, সামগ্রিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ- ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কাজ জাতিসংঘ বিভাগের আওতাধীন। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সহায়তাপুষ্ট ৮৬ টি প্রকল্প বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, চলমান আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়াদি যেমন: South South Cooperation (SSC) এবং Green Climate Fund (GCF) এর সার্বিক বিষয়াদিও এ অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব GCF-এর জন্য বাংলাদেশে National Designated Authority (NDA) হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এতদসংক্রান্ত সাচিবিক দায়িত্ব পালন করছে জাতিসংঘ অনুবিভাগ।

২.৪.১ ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে স্বাক্ষরিত প্রকল্প

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে জাতিসংঘের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে FAO-এর ০৬টি, UNDP-এর ০৩টি, ILO-এর ৩টি, UNEP-এর ১টি , UNESCO-এর ২টি, UNOPS -এর ১টি, UNCDF-এর ২টি, IOM-এর ৪টি, UN Women-এর ১টি, The Union-এর ১টি এবং The Global Fund-এর ১টি প্রকল্পসহ মোট ২৫ টি প্রকল্পে ১৭৩.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সংগে উন্নয়ন সহযোগীগণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত অনুদান সহায়তা নিম্নবর্ণিত আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রসমূহে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়ে থাকে:

- পরিবেশ সংরক্ষণ;
- নারীর ক্ষমতায়ন
- নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ ও নারীর সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- নির্বাচন কমিশন শক্তিশালীকরণ;
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
- প্রধান বিচার আদালতে মামলা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন,
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি;
- স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ;
- সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা;
- শিশুর বিকাশ, সুরক্ষা ও শিশু নিরাপত্তা;
- কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা;
- কৃষিপণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য;
- শ্রমিক নিরাপত্তা ও শ্রম উন্নয়ন এবং
- অভিবাসী ও শরণার্থী সমস্যার নিরসন

২.৪.২ আগামী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ঋণ/অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর এবং ডিসবার্সমেন্ট

২০১৭-১৮ অর্থ বছর এখনো শেষ হয়নি বিধায় উক্ত বছরে প্রতিশ্রুত মোট অনুদানের পরিমাণ এখনই উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আগস্ট, ২০১৭ পর্যন্ত জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার মোট ৩টি প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার অনুকূলে মোট ২১.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা পাওয়া যাবে।

২.৪.৩ ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা UNICEF, UNDP, UNFPA, FAO, UN-WOMEN, UNIDO, GFATM, GAVI, UNCDF, UNESCO এবং ILO সহায়তাপুষ্ট কর্মসূচী/প্রকল্পে সর্বমোট ১৫৩.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ অবমুক্ত করেছে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের সংস্থাসমুহ কর্তৃক ২০১৭-২০ মেয়াদের জন্য প্রদেয় অনুদান সহায়তার প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরিত UNDAF (২০১৭-২০) চুক্তির আওতায় সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ প্রতিশ্রুতির পরিমাণ ১.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলমান প্রকল্পসমূহের একটি হালনাগাদ তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে সংযোজন করা হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ সরকারের সাথে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাওয়ারী উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

বাংলাদেশ সরকার ও UNDP এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম:

UNDAF (2017-20): বাংলাদেশে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের Common Operational Guideline, United Nations Development Assistance Framework (UNDAF: 2012-16) গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তী ০৪ (চার) বৎসর মেয়াদের জন্য নতুন UNDAF (2017-2020) ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে।

UNDAF 2017-20 এ বাংলাদেশ সরকারের দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (ভিশন ২০২১) এবং ৭ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় বিধৃত অগ্রাধিকার, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)-র চ্যালেঞ্জ এবং জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের কার্যপরিধি সংশ্লিষ্ট পলিসি এবং কৌশলপত্রসহ অন্যান্য Documents বিবেচনায় নিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে।

UNDAF-2017-20 এ নিম্নোক্ত ৩টি Outcome Area নির্ধারণ করা হয়েছে:

Outcome Area-1: People- All people have equal rights, access and opportunities
Outcome Area-2: Plant- Sustainable and resilient Environment
Outcome Area-3: Prosperity- Inclusive and shared Economic growth

UNDAF 2017-2020 এর আওতায় চার বছরে বাংলাদেশ সরকারকে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতিসংঘের ২২ টি সংস্থার নিকট থেকে কারিগরী সহায়তার আওতায় কমবেশী ১২১৯.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ অনুদান সহায়তা পাওয়া যেতে পারে।

গত ০৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘ আবাসিক কার্যালয় এর মধ্যে উক্ত UNDAF 2017-2020 স্বাক্ষরিত হয়।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে স্বাক্ষরিত প্রকল্প: গত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনডিপি এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত ০৩ (তিনটি) প্রকল্পের প্রকল্প দলিল স্বাক্ষরিত হয়-

(i) Local Government Initiative on Climate Change (LoGIC)
(ii) Strengthening Inlcusive Development in Chittagong Hill Tracts
(iii) National Urban Poverty Reduction Programme (NUPRP)

প্রকল্পগুলোর সার-সংক্ষেপ নিম্নরুপঃ

১.

- প্রকল্পের নাম: **Local Government Initiative on Climate Change (LoGIC)**
- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ: ২২ নভেম্বর ২০১৬
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ
- অনুদানের পরিমান: ১৪.৬২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ: জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব এবং জলবায়ু তহবিলের অর্থ সঠিক ও সফল ব্যবহারের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় জনগণসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ও পরিবারকে সহায়তা প্রদান।

২.

- প্রকল্পের নাম: **Strengthening Inlcusive Development in Chittagong Hill Tracts**
- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ: ০১ ডিসেম্বর ২০১৬
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- অনুদানের পরিমান: ১৪.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৬- সেপ্টেম্বর ২০২১
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য: আত্মনির্ভরশীলতা এবং উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণ নীতির উপর ভিত্তি করে পার্বত্য চট্রগ্রাম এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস, ঐ এলাকার টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে এলাকার জনগোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা প্রদান।

৩.

- প্রকল্পের নাম: National Urban Poverty Reduction Programme (NUPRP)
- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ: ০৪ জানুয়ারি ২০১৭
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ
- অনুদানের পরিমান: ৮৪.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৬-ফেব্রুয়ারি ২০২২
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য: নগর দারিদ্র হ্রাস করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পল্লী-কৃষি নির্ভর অর্থনীতি হতে নগর ভিত্তিক-উৎপাদনমুখী অর্থনীতিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা প্রদান।

Country programme document for Bangladesh (2017-2020): বিভিন্ন ধাপে যথাযথভাবে যাচাইয়ের পর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ তথা সরকারের সুনির্দিষ্ট মতামতের প্রেক্ষিতে গত ১১ জুলাই ২০১৬ তারিখ UNDP এর Country programme document for Bangladesh (2017-2020) চূড়ান্ত হয়।

২.৪.৬ বাংলাদেশ সরকার ও UNFPA এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম:

জাতিসংঘের United Nations Population Fund (UNFPA) ১৯৬৯ সন হতে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অর্থায়ন আরম্ব করে।১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকে এসে UNFPA জনসংখ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বহুপাক্ষিক দাতা সংস্থায় পরিণত হয়।বাংলাদেশে United Nations Population Fund (UNFPA) -১৯৭৪ সাল হতে কাজ করে যাচ্ছে। UNFPA'র মিশন হলোঃ

- প্রতিটি গর্ভধারণ কাংখিত (Every pregnancy is wanted)
- প্রতিটি জন্ম নিরাপদ (Every birth is safe)
- প্রতিটি যুবক HIV ও AIDS মুক্ত (Every young person is free of HIV & AIDS)
- প্রতিটি নারী সন্মানিত (Every girl and women is treated with dignity and respect)

মূলত: UNFPA –এমন এক বাংলাদেশের জন্য কাজ করছে যেখানে কোন মা সন্তান সন্ম দিতে গিয়ে মারা যাবে না। প্রত্যেক নারী তার প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার উপভোগ করবে এবং যেখানে নারীর প্রতি সহিংসতা আর থাকবেনা। এই স্লোগানকে সামনে রেখে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০০৯ সালে জাতিসংঘের ৬৪মত সাধারণ সভার "Global Strategy for Women's and

Children's Health" –এর বিষয়ে দেয়া প্রতিশ্রুতিকে প্রাধান্য দিয়ে UNFPA ৮ম দেশীয় কর্মসূচি (8th Country Programme 2012-2016) প্রণয়ন করে। জাতিসংঘের ৬৪তম সাধারণ সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ২০১৫ সালের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মকান্ড অর্জনের কার্যকরি পদক্ষেপ নেয়া হবে-

- Doubling the percentage of skilled Birth Attendance
- Reducing the rate of adolescent pregnancy
- Halving the unmet need for family planning

UNFPA তাদের ৮ম দেশীয় কর্মসূচির (২০১২-২০১৬) আওতায় বাংলাদেশকে ৭০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে:

- Reproductive Health Rights
- Population and Development
- Gender Equality

বিগত ডিসেম্বর ২০১৬ এ কর্মসূচির বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়।এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থায় মোট ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে (১) কর্মসূচি এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ে অধিকতর শক্তিশালী পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে (২) পেশাভিত্তিক ধাত্রী গঠিত হয়েছে (৩) ২৪/৭ জরুরী ধাত্রী ও সদ্যজাত শিশুদের সহায়তা সেবার হার বেড়েছে (৪) Obstetric Fistula চিকিৎসায় একটি Centre of Excellence প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান তথ্য এখন অনলাইনে তাৎক্ষনিক পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। কর্মসূচিটির মাধ্যমে জনসংখ্যাতত্ত্বের প্রভাব সংক্রান্ত ষ্টাডির ফলাফল সরকারের পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় সহায়ক হয়েছে । বাল্যবিবাহ রোধ আইন প্রণয়নে সহায়তা দেয়াসহ National Adolescent Health Strategy প্রণয়নেও সহায়তা দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরিত United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) ২০১৭-২০২০ দলিলের মধ্যে UNFPA অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। UNDAF দলিলে চিহ্নিত নারী ও পুরুষের সমতা এবং নারীর উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য UNFPA-এর নিজস্ব ৯ম দেশীয় কর্মসূচি (২০১৭-২০২০) বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য ৯ম দেশীয় কর্মসূচি (২০১৭-২০২০) (9th Country Programme) ৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে । আলোচ্য ৯ম দেশীয় কর্মসূচি (২০১৭-২০২০) (9th Country Programme) এ্যাকশন প্লানটি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি এর আলোকে প্রণীত হয়েছে। এতে ৪টি আউটকাম এরিয়া রয়েছে যথা:

Sexual and reproductive health and rights,

Adolescents and youth,

Gender equality and Women's empowerment ও

Population dynamics.

কান্ট্রি প্রাগ্রামটি বাস্তবায়নের ফলে প্রজনন স্বাস্থ্য, মাতৃস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, কিশোর-কিশোরী ও যুব উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন জনসংখ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন অগ্রগতি হবে মর্মে আশা করা যায়। প্রোগ্রামের আওতায় সংসদ সচিবালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৩টি অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২টি অধিদপ্তর/সংস্থা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অথীনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পুলিশ, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল সচিবালয় ইত্যাদি ১৪টি দপ্তর/সংস্থা প্রকল্প তৈরীর মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পাদন করবে। এছাড়া সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনের মাধ্যমেও ইউএনএফপিএ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন করবে।

বাংলাদেশ সরকার ও UNCDF এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম:

United Nations Capital Development Fund (UNCDF) বাংলাদেশে ১৯৭৬ সাল হতে কাজ করে আসছে। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে UNCDF প্রথম দিকে সরাসরি কাজ করেছে যেমন: গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন, গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, মাছের পুকুর, খাদ্যগৃদাম স্থাপন, সুপেয় পানির সরবরাহ বৃদ্ধি, সেচ ব্যবস্থা উন্নতিকরণ, ক্ষুদ্র ঋন কর্মসূচির মাধ্যমে ছোট ছোট কুটির শিল্পকে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি। নব্বই দশকের শেষের দিকে UNDP'র সাথে UNCDF সিরাজগঞ্জ স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্প (Sirajgonj Local Development Project) –এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিকেন্দ্রীকরণের উদাহরণ তৈরি করে। এই প্রকল্পের সফলতার উপর ভিত্তি করে সরকার ২০০৭ সালে জাতীয় বিকেন্দ্রিকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে যা Local Government Support Programme (LGSP) নামে পরিচিত। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পাইলট প্রকল্পে UNCDF কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। বর্তমানে UNCDF Seven Five Year Plan (SFYP) –এর অন্যতম লক্ষ্য Inclusive Financing Digitization of Financial Service (IDFS) বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে UNCDF সফলতার সাথে উপজেলা পরিষদের আওতায় উপকারভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয়সম্পন্ন Upazilla Governance Project (UZGP) বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া প্রায় ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয়সম্পন্ন Union Parishad Governance Project (UPGP) সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পগুলোর ফলাফল যাচাই করে দেখা গেছে প্রকল্পগুলো বস্তবায়নের ফলে ৭টি জেলায় নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ন ফলাফল পাওয়া গেছে:

(ক) স্থানীয় পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থার পুজিঁ সংগ্রহ দ্বিগুন হয়েছে,
(খ) স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে fiscal space সম্প্রসারিত হয়েছে,
(গ) দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে

UNCDF এর ফলাফলভিত্তিক অর্থ স্থানান্তরের এ মডেল LGSP-III প্রকল্প (বিশ্ব ব্যাংক ও এলজিডি) এবং উপজেলা Governance and Development প্রকল্পের (JICA-LGD)-এর মাধ্যমে সারাদেশে replicate করা হয়েছে। একই সময়ে Local Level Climate Adaptive Living (Local) শীর্ষক পাইলট প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন কর্মসূচি গ্রহণের বাজেট তৈরিতে উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।২০১৬-১৭ অর্থ বছরে Local Climate Adaptive Living (LoCAL) প্রকল্প সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হয়। দেশের ৭টি দুর্যোগপ্রবন জেলায় এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় যার ফলে স্থানীয় পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব অন্তর্ভূক্তকরন, টেকসই জীবিকায়ন এবং ইউনিয়ন পরিষদের নিকট স্থানীয় অবকাঠামো বিনির্মানে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের মাধ্যমে বিকল্প অর্থ সংগ্রহ করে নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আর্থিক সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পন্ন Municipal Investment Finance in Bangladesh প্রকল্প চলমান আছে। সেপ্টেম্বর ২০১৬ হতে নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে ২৫০,০০০ মার্কিন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয়ে Local Finance Initiative (LFI) Support to SMEs in Bangladesh প্রকল্পটি সুবিধাবঞ্চিত সম্ভাবনাময় নারী এসএমই উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ঋন প্রাপ্তিতে সহায়তা করার জন্য বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের প্রাপ্ত বয়স্ক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ডিজিটাল আর্থিক সেবার হার বৃদ্ধিকরনে সহায়তা প্রদানের জন্য Shaping Inclusive Finance Transformation (SHIFT) in Bangladesh প্রকল্পটি নভেম্বর ২০১৬ হতে অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে ৩,৯১৮,০৯০ মার্কিন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল আর্থিক সেবায় রেগুলেটরী সেলফ্ এসেসমেন্ট স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে যা বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুধাবনে ও ভবিষ্যৎ করনীয় নির্ধারনে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ সরকার ও IMO এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম:

বাংলাদেশে জাহাজ ভাঙ্গা ও পুন: প্রক্রিয়াজতকরণ (Ship recycling) একটি অন্যতম শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। বিশ্ব ব্যাংকের এক জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশ জাহাজ পুন: প্রক্রিয়াজাতকরণে সংশ্লিষ্ট শীর্ষ ৫টি দেশের একটি। এই শিল্পটিকে পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ করে তুলতে International Meritime Organization (IMO) বাংলাদেশে প্রথম কাজ করতে শুরু করে ২০১৪ সাল হতে। Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে IMO বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করে। আশা করা যায় এই কারিগরি সহায়তা বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাঙ্খিত উন্নয়নে অবদান রাখবে।বর্তমানে প্রকল্পের ২য় ফেইজের জন্য বিস্তারিত প্রজেক্ট ডকুমেন্ট প্রণয়ন করে প্রকল্পটি অর্থায়নের বিষয় দাতা সংস্থা অনুসন্ধানের কার্যক্রম চলমান আছে।

বাংলাদেশ সরকার ও UN-Women এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশে ২০১১ সাল হতে UN-Women কার্যক্রম শুরু করে । সংস্থাটি এদেশে অনেক পার্টনারসহ মহিলাদের প্রতি নানা বৈষম্য দুরকরণসহ নারীর ক্ষমতায়নে ও জেন্ডার সমতা আনয়নে গুরুত্বপুর্ন অবদান রাখছে। UN-Women এর প্রধান কর্মক্ষেত্রগুলো নিম্নরুপঃ

- Supporting Institutional capacity to implement gender equality commitments by strengthening gender equality institutions and accountability mechanisms to support implementation of GoB's commitments to gender equality.
- Supporting Civil Society's capacity for engaging with government and inter-governmental processes as a key accountability mechanism, and supporting women's leadership at various levels of decision-making
- Enhancing women's and girls' resilience to climate change and disasters and promote gender-responsive climate change, DRR and humanitarian interventions
- Promoting Women's economic empowerment through removing structural barriers, including violence against women
- Promoting women's political participation

বর্তমানে UN-Women এর সাথে সরকারের স্ট্রেংদেনিং জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেটিং ইন বাংলাদেশ প্রকল্পটি ২০১৭-২০২০ মেয়াদে ৪.৫২ কোটি টাকা (বৈদেশিক সহায়তা ৬৬,৬০২ মার্কিন ডলার) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা আনয়নে পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকারের জেন্ডার পেসপনসিভ বাজেটকে শক্তিশালীকরণ। আশা করা যায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেটের প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী হবে।

২.৪. ৭ বাংলাদেশ সরকার, **IOM, UNESCO,** ILO এবং **UNEP** এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM): মানবিক ও সুশৃঙ্খল অভিবাস (Humane and Orderly Migration) এর উন্নয়নে নিবেদিত আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠার পর মাইগ্রেশন ক্ষেত্রে নেতৃত্বস্থানীয় আন্তঃসরকারী (Inter-Governmental) সংস্থা। নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকল্পে সংস্থাটি বিভিন্ন সরকারী, আন্তঃসরকারীয় সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ও বে-সরকারী সংস্থার সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৬৬ এবং ০৮ দেশ observer সদস্য হিসেবে রয়েছে। ১৯৯০ সালে মধ্যপ্রাচ্যে সৃষ্ট সংকটে IOM প্রায় ৬৩০০০ অভিবাসী বাংলাদেশী শ্রমিক কে দেশে প্রত্যাবর্তনে সহায়তা করে। বাংলাদেশ এর পরপরই ১৯৯০ সালে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) এর সদস্য পদ গ্রহণ করে এবং ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশে এর কান্ট্রি অফিস প্রতিষ্ঠা করে।

IOM এর কর্মপরিধির মধ্যে অন্যতম হলো অভিবাসন সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উন্নয়ন, অভিবাসন সমস্যার সমাধান খোঁজা এবং উদ্বাস্তুদের এবং অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে মানবিক সহায়তা প্রদান।

বাংলাদেশে IOM বর্তমানে ০৪ টি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র (Priority Area) চিহ্নিত করে সরকার, সংস্থা ও অন্যন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

IOM এর অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলো হলোঃ (Priority Area)

- Migration management;
- Resilience and social protection;
- Humanitarian response and;
- Countering irregular migration

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গা শরণার্থী ও অ-নিবন্ধিত মায়ানমারদের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ সালে "National Strategy on Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals in Bangladesh" শীর্ষক জাতীয় কৌশলপত্র (National Strategy) গ্রহণ করে। উক্ত কৌশলপত্র অনুযায়ী বাংলাদেশে অবৈধভাবে অবস্থানরত মায়ানমার নাগরিকদের সনাক্তকরণ, প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ ও তাদের অবস্থান চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে নিবন্ধিতকরণ; বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার এবং মায়ানমার সরকারের সাথে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানকল্পে সংলাপ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের টেকসই মানবিক সাহায্য (Sustainable Humanitarian Assistance) প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় বসবাসরত অ-নিবন্ধিকৃত মায়ানমার নাগরিক [Undocumened Myanmar Nationals (UMN)]দের মানবিক সহযোগিতা (Humanitarian Assistance) প্রদানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা [International Organization for Migration (IOM)] এর আর্থিক ও কারিগরি অনুদান সহায়তায় ১৮.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ১৫০.২২ কোটি টাকা) ব্যয়ে "Improving Access to Health and WATSAN Services along with Community Awareness/Empowerment in Two Upazila's of Cox's Bazar"-শীর্ষক প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৫ সালে গ্রহণ করা হয়; যা জানুয়ারি ২০১৮ সালে সমাপ্ত হবে।

২০৬-২০১৭ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) এর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ২টি প্রকল্প দলিল স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্প ২টির আওতায় সাকুল্য ৪.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা পাওয়া যায়।

বিগত ০৮-০৬-২০১৭ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) এর সাথে "Building Resilience of Returning Migrants from the Andaman Sea through Economic Reintegration and Community Empowerment" শীর্ষক প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO): আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর জাতিসংঘের একমাত্র ত্রিপক্ষীয় বিশেষায়িত সংস্থা হিসাবে সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে একই প্লাটফর্মের আওতায় আনয়ন করে সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে শোভন কাজের পরিবেশ সৃষ্টিসহ নানা রকম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ১৯৭২ সালের ২২ জুন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)'র সক্রিয় সদস্যপদ গ্রহণ করে। বাংলাদেশে ILO'র প্রাথমিকভাবে শ্রম ভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির কার্যক্রম শুরু করলেও পরবর্তীতে এর কর্ম পরিধি বিস্তার করে। ০৪ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে তাজরিন ফ্যাশনস লিমিটেড-এ সংঘটিত অগ্নিকান্ড এবং ২৪ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে ভয়াবহ রানা প্লাজার দূর্ঘটনার পর বাংলাদেশকে সহযোগিতা প্রদানে এ সংস্থাটির অগ্রণী ভূমিকা ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। সরকার ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার পাশাপাশি ILO'র অগ্রণী ভূমিকার ফলে রানা প্লাজা ধ্বসের পর বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে উদ্ভুত চ্যালেঞ্জ উত্তরণ সহজতর হয়েছে এবং বাংলাদেশ তার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়েছে।

বিগত ১৩-০৬-২০১৭ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর সাথে Skills 21-Empowering Citizens for Inclusive and Sustainable Growth শীর্ষক প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বর্তমানে এ সংস্থাটি বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা ও এসডিজি'র সাথে সমন্বয় করে Decent Work Country programme 2016-2020 এর আওতায় বাংলাদেশে এর সহযোগিতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। ILO'র Decent Work Country programme (DWCP) 2016-2020 এর ০৪ টি মূল পিলার হলোঃ **নিরাপদ কর্ম পরিবেশ, কর্মক্ষেত্রে অধিকার, দক্ষতা ও সামাজিক সুরক্ষা।**

DWCP- 2016-2020 মূলতঃ SDG-৮ (promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all) কেন্দ্রিক হলেও SDG ৪, ৫, ১০, ১৬ ও ১৭ এর এজেন্ডা'র সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ০৩টি প্রকল্প দলিল স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্প ০৩টির আওতায় সাকুল্য ৩০.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা পাওয়া যায়।

বিগত ৩১-০৭-২০১৬ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)) এর সাথে Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in Bangladesh Ready Made Garment Industry শীর্ষক প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ১৬ নভেম্বর, ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা (Specialized Agency) হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশ ২৭ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে এর সদস্যপদ গ্রহণ করার পর থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহারের পদ্ধতি উদ্ভাবনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে UNESCO অফিস প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর কার্য-পরিধি আরো ব্যাপকতর হয়েছে এবং MDG এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে UNESCO SDG-4 এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একইসাথে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, প্রসার ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নে সংস্কৃতিকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন, পরিবেশ সংরক্ষণ, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উন্নয়ন ইত্যাদি সেক্টরে এ সংস্থাটি নানামুখী উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে UNESCO এর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ২টি প্রকল্প স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্প ২টির আওতায় সাকুল্য ০.২৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা পাওয়া যায়। তাছাড়া, বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাথে UNESCO Joint Programme এর আওতায় শিক্ষা, সংস্কৃতি, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ, তথ্য ও প্রযুক্তি ইত্যাদি সেক্টরে সহযোগীতার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

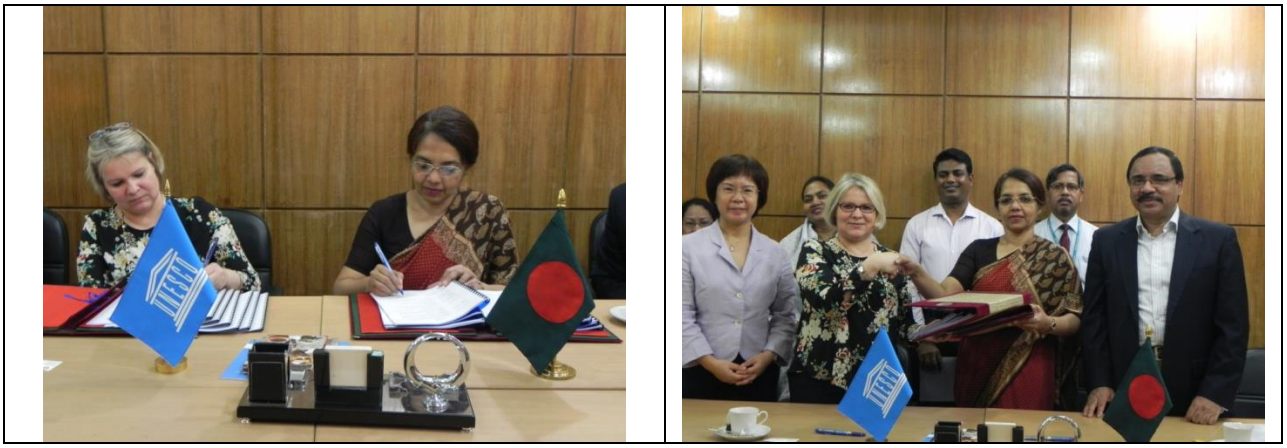

বিগত ২৩-০৩-২০১৭ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও UNESCO এর সাথে " Develop a Non-Formal Education Sub-Sector Programme Document towards Literacy and Lifelong Learning for Achieving Sustainable Development Goal (SDG-4)" শীর্ষক প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) : জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরিবেশ বান্ধব পলিসি প্রনয়ন ও সেগুলোর বাস্তবায়নে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এ সংস্থাটি আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে UNEP এর কোন স্থায়ী কার্যালয় নেই। এ সংস্থাটি তার স্থায়ী কার্যালয় (নাইরোবী, কেনিয়া) ও আঞ্চলিক অফিস হতে বাংলাদেশে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে UNEP এর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ২টি প্রকল্প স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্প ২টির আওতায় সাকুল্য ০.৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা পাওয়া যায়।

২.৪.৮ বাংলাদেশ সরকার ও UNICEF-এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের নারী ও শিশুর উন্নয়নে ইউনিসেফ তার যাবতীয় কার্যক্রম ২০১২-১৬ মেয়াদের জন্য নির্ধারিত দেশীয় কর্মসূচীর (Country Programme) আওতায় গত ডিসেম্বর, ২০১৬ তে সমাপ্ত করে। বর্তমানে ২০১৭-২০২০ মেয়াদের জন্য ইউনিসেফের দেশীয় কর্মসূচী অনুমোদিত হয়েছে যা চলমান রয়েছে। নুতন এ দেশীয় কর্মসূচির আওতায় ইউনিসেফ কতৃক প্রদত্ত সহায়তার সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ হলো-

- Young children and their mothers.
- Boys and girls of primary-school age

- Adolescents as agents of change
- Social inclusion and incresased awareness on child rights
- Programme effectiveness

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফের মধ্যে ২০১৭-২০ মেয়াদের জন্য উপরে বর্ণিত নুতন দেশীয় কর্মসূচী গত জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ইতিমধ্যেই বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে যা ডিসেম্বর, ২০১৭ তে সমাপ্ত হবে। চলমান এ দেশীয় কর্মসূচিতে ইউনিসেফ বাংলাদশের নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে মোট ৩৪০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান প্রদানে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে।

২.৪.৯ বাংলাদেশ সরকার ও GAVI -এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত Global Alliance for Vaccine and Immunization(GAVI) একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে নূতন টীকা কর্মসূচি চালুকরণ, এর আওতা সম্প্রসারণ এবং বাস্তবায়নে কাজ করে আসছে। বাংলাদেশের জন্য GAVI তহবিল প্রাপ্তির বিষয়টি সহজতর করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গত ১২ জুন, ২০১৩ তারিখে GAVI এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে Partnership Framework Agreement (PFA) ইআরডি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। উল্লেখ্য, টীকার আওতা সম্প্রসারণ, নূতন উদ্ভাবিত টীকার ব্যবহার এবং স্বাস্থ্য খাতে লজিস্টিক সহায়তা সম্প্রসারণ ইত্যাদি কর্মকান্ড সম্পাদনের লক্ষ্যে বর্তমানের বাংলাদেশে GAVI এর অনুদানে মোট ১৩.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় সম্বলিত Health System Strengthening-I (HSS-I) কর্মসূচি রয়েছে যা ডিসেম্বর, ২০১৬ তে সমাপ্ত হয়েছে। GAVI এর HSS-II কর্মসূচির আওতায় Effective Vaccine Management (EVM) and Surveillance Component খাতে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদের মধ্যে টীকা কর্মসূচির আওতা অধিকতর সম্প্রসারণ, নুতন টীকা কর্মসূচি চালুকরণ এবং মেয়াদী টীকা কর্মসূচির বেষ্টনি হতে ঝড়ে পড়া রোধকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে GAVI এর নিকট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই নুতন অর্থায়ন প্রস্তাব পেশ করলে এ কর্মসূচির অনুকূলে GAVI ৩৪.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান বরাদ্দ প্রদান করে। বর্তমানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় এ কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

২.৪.১০ বাংলাদেশ সরকার ও UNIDO-এর মধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

UNIDO জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংসহা । দারিদ্র দূরীকরণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্বায়ন এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিল্পায়ন এই সংসহার লক্ষ্য ।

UNIDO ২০০৫ সাল থেকে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে । প্রধানত UNIDO বাংলাদেশে বাণিজ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য Technical Barriers to Trade (TBT) হতে উত্তরণ এবং WTO চুক্তি ও SPS এর অনুবর্তী হতে সহায়তা করে থাকে ।

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে UNIDO "Environmentally Sound Development of the Power Sector with the Final Disposal of PCBs"- শীর্ষক প্রকল্পে ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রতি দেয়।

২.৪.১১ বাংলাদেশ সরকার ও FAO-এর গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম: বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর হতে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন, ত্রান ও পূনর্বাসন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) সহায়তা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে (FAO) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

- Policy advice, support to investment;
- Support to enhanced food security of ultra-poor, nutrition of marginal and disaster affected households;

- Support to agribusiness & prevention of and response to food chain threats and emergencies;
- Support to climate change mitigation and adaptation and natural resources management and
- Advocacy and Support to Aid Effectiveness.

The priority areas of FAO in Bangladesh have been agreed as follows:

1. Reduce poverty and enhance food security and nutrition (access and utilization)
2. Enhance agricultural productivity through diversification/intensification, sustainable management of natural resources, use of quality inputs and mechanization
3. Improve market linkages, value addition, and quality and safety of the food system
4. Further improve technology generation and adaptation through better producer-extension-research linkage.
5. Increase resilience of communities to withstand 'shocks' such as natural disasters, health threats and other risks to livelihood.

গত ১৯/০২/২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) মধ্যে " Development of Agricultural Diploma Education in Bangladesh " শীর্ষক প্রকল্প দলিল স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

<u>২০১৬-২০১৭ বছরে FAO এর সাথে নিম্নোক্ত দুটি প্রকল্প স্বাক্ষরিত হয়ঃ</u>

১.

- প্রকল্পের নাম : "Improving Food Safety in Bangladesh (IFSB)"
- স্বাক্ষরে তারিখ : ২১ জুলাই ২০১৬
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা : : FAO

- প্রকল্পেরমেয়াদ : : জুলাই ২০১২ - ডিসেম্বর ২০১৮
- সহায়তার পরিমাণ : ৩.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (২৪ কোটি টাকা প্রায়)
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ :বাংলাদেশে একটি দক্ষ ও কার্যকরী নিরাপদ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যা দেশের জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ও কৃষি পণ্যের বাণিজ্য সম্প্রসারনে সহায়তা করবে।

২.

- প্রকল্পের নাম : "Achieving resilience in food security and nutrition in remote areas of the Chittagong Hill Tracts"
- স্বাক্ষরের তারিখ : ২৩ আগস্ট ২০১৬
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা : FAO
- প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৬ - জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত
- বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ : ৬৮০,২৭২ মার্কিন ডলার (প্রায় ০৫ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা)
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ :

Output 1: Household reduced the extent of hunger by increasing year-round availability of and access to diversified nutritious foods and improved diets;

Output 2: Community and institutional resilience reinforced through linkage building activities;

Output 3: Preparation for rapid emergency response undertaken;

Output 4: Underlying causes of persistent food insecurity identified to inform development of coherent resilient building strategy (subject to funding).

Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM): The Global Fund (GF) বাংলাদেশে ২০০৪ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাথে যৌথভাবে যক্ষা, ম্যালেরিয়া ও এইডস এই ঝুকিঁপূর্ণ তিনটি মারাত্মক রোগ নির্মূলের উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করে। The Global Fund গত এক (০১) দশক ধরে বাংলাদেশে এইচআইভ/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং যক্ষা রোগের প্রতিকারে সাফল্যের সাথে কাজ করে আসছে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, GF–এর Bangladesh Country Coordination Mechanism (BCCM)- এ সভাপতি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর The Global Fund-এর অনুদান সহায়তায় বাংলাদেশে এইচআইভ/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং যক্ষা রোগ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। এ যাবৎ Global Fund ২৬৯ মিনিয়ন মার্কিন ডলার আার্থিক সহায়তা বাংলাদেশকে প্রদান করেছে। Global Fund কর্তৃপক্ষ New Funding Model এর আওতায় ২০১৫-২০১৭ মেয়াদে বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া ও যক্ষা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচীতে ৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (আনুমানিক ৭১৪ কোটি টাকা প্রায়) সহায়তা প্রদান করছে।

২.৪.১৩ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলায় Green Climate Fund (GCF) হতে অর্থায়ন

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকিঁ মোকাবেলার জন্য অর্থায়নের লক্ষ্যে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এর আওতায় গঠিত Green Climate Fund (GCF) এর National Designated Authority (NDA) হিসেবে অর্থনৈতিক সর্ম্পক বিভাগের সচিব কাজ করে যাচ্ছেন। ২০১৬ -১৭ অর্থ বছরে GCF এর একটি

Multilateral Implementing Entity (MIE), UNDP এর মাধ্যমে প্রেরিত মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পিত Enhancing Women and Girls' Adaptive Capacity to Climate Change in Bangladesh শীর্ষক আরেকটি প্রকল্পে ৩৩.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের প্রস্তাবটি GCF বোর্ডে বিবেচনার জন্য অপেক্ষামান রয়েছে। ২০১৭ এর জুনে NDA কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান IDCOL বাংলাদেশের প্রথম National Implementing Entity (NIE) হিসেবে GCF এর Accreditation লাভ করেছে। উল্লেখ্য যে, বৈশ্বিক কোন জলবায়ু অর্থায়ন প্রদানকারী সংস্থা/তহবিল কর্তৃক বাংলাদেশী কোন প্রতিষ্ঠানের এর ন্যায় স্বীকৃতি প্রাপ্তির ঘটনা এটিই প্রথম। IDCOL, NIE হিসেবে Accreditation লাভের ফলে GCF হতে বাংলাদেশের জন্য সরাসরি অর্থ লাভের পথ সুগম হল। একইসাথে GCF হতে বাংলাদেশ সরাসরি অর্থ লাভের পথ সুগম হল। একইসাথে GCF হতে অর্থায়নের ধারা অব্যাহত রখার জন্য অভিযোজন (Adaption) ও প্রশমন (Mitigation) কর্মসূচি সম্মিলনে একটি Project Pipeline প্রস্তুত করা অত্যন্ত জরুরী। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের Priority area, National Policy, Plan এর সাথে সংগতি রেখে একটি Project Pipeline প্রস্তুতির কাজ বর্তমানে NDA সচিবালয়ে চলমান রয়েছে। এছাড়া, NDA সচিবালয় সুসংহত ও শক্তিশালীকরণ ও Country programme তৈরীর কাজও সমানতালে এগিয়ে চলেছে।

২.৪.১৪ Knowledge for Development Management (K4DM) for ERD UN wing" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন কার্যক্রমঃ

UNDP এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন "Knowledge for Development Management (K4DM) for ERD UN wing" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পন্ন হয়ঃ

(ক) K4DM প্রকল্পের আওতায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে একটি অনলাইন তথ্য ভান্ডার স্থাপন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যেদু'টি সার্ভার, স্ক্যানার ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে এবং একটি সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তাগণকে সফট্ওয়্যার ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ERDOC লাইব্রেরির গুরুত্বপূর্ণ দলিলসমূহ স্ক্যান করে তথ্যভান্ডারে আপলোড করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সকল কর্মকর্তা এ সকল ডকুমেন্ট অনলাইনে ব্যবহার ও ডাউনলোড করতে পারছেন।

(খ) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বিশিষ্ট ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের জ্ঞান ভিত্তিক পার্টনারশিপ স্থাপন করার লক্ষ্যে একটি কনসালটেটিভ গ্রুপ (Consultative Group of ERD - CGE) গঠন করা হয়েছে। এ গ্রুপে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তি গণসময়ে সময়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন এবং নীতি-নির্ধারণী সুপারিশ প্রদান করবেন।

(গ) দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়ন-সমাধান (development solutions) সংক্রান্ত উত্তম চর্চাসমূহ (best practices) সংগ্রহ করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সফল উন্নয়ন-সমাধানসমূহ অন্যান্য দেশে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ প্রতিবেদনটির মুদ্রিত কপি বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিকট বিতরণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত 'High-level Meeting on South-South and Triangular Cooperation in the Post-2015 Development Agenda: Financing for Development in the South and Technology Transfer'-এর সিদ্ধান্তের আলোকে দক্ষিণের দেশগুলোর অর্থ ও উন্নয়ন মন্ত্রীদের একটি ফোরাম গঠনের বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

(ঘ) জাতীয় উন্নয়নে অনিবাসী বাংলাদেশীদের (Non-resident Bangladeshi - NRB) সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশে অবস্থানরত অনিবাসী বাংলাদেশীদের সংখ্যা, অবস্থান ও বিদ্যমান অবস্থা, তাঁদেরকে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণের সম্ভাবনা, এ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান এবং প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন/সংস্কার ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় উন্নয়নে অনিবাসী বাংলাদেশীদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় পাইলট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

(ঙ) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্পদ সংগ্রহের বিভিন্ন উদ্ভাবনী পন্থা অনুসন্ধান এবং এ লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মপরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে।

(ঙ) সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও ৩টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচিতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বিভিন্নমন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রায়এক হাজার কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

South-South Cooperation (SSC) সংক্রান্ত কার্যক্রম: পরিবর্তিত বিশ্ব অর্থনীতিতে Official Development Assistance (ODA) এর ক্রমহ্রাসমানতার প্রেক্ষিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য South-South Cooperation (SSC) এর প্রমোশন ও প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫ সালে ইথোপিয়ায় অনুষ্ঠিত **Third International Conference on Financing for Development (FfD, 2015),** এর **Outcome Document** এ SSC গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করেছে:

'…..developing countries to voluntarily step up their efforts to strengthen South-South cooperation and to further improve its development effectiveness in accordance with the provisions of the Nairobi outcome document of the High-level United Nations Conference on South-South Cooperation….'।

তাছাড়া, ২০১৫ সালে গৃহিত Sustainable Development Goals (SDGs) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য SSC-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে Goal-17-এ টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। [Goal 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development]

বাংলাদেশের সপ্তম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের সাথে সঙ্গতি রেখে SSC-এর উপর একইভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি ও SDGs বাস্তবায়নে South-South Cooperation প্রক্রিয়ার সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত থাকা বাংলাদেশের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। উপরোক্ত বিবেচনায় বাংলাদেশে SSC'র প্রমোশন ও প্রসারকল্পে বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিম্নরূপ:

1. South-South Cooperation Cell (SSCC) প্রতিষ্ঠা : দক্ষিণের অনেক দেশই SSC এর গুরুত্ব/অপরিহার্যতা অনুধাবন করে একে নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাই SSC সংক্রান্ত কার্যক্রমকে গতিশীলকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের (Institutionalization) নানামূখী উদ্যোগ গ্রহণ করছে। ক্ষেত্র বিশেষে এ লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আওতায় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারন করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে SSC সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য পৃথকভাবে উইং/অধিশাখা/সেকশন/Cell প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং SSC Framework প্রনয়ন করা হয়েছে। ফলে উক্ত দেশগুলোতে SSC এর আওতায় গৃহিত কার্যক্রমকে সু-নির্দিষ্ট কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালনা এবং তদারকি সহজতর হচ্ছে।

বাংলাদেশে SSC সংক্রান্ত কার্যাবলী এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। মূলতঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ SSC সংক্রান্ত কার্যাবলীর সাথে অধিকতর সক্রিয় থাকলেও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তর কর্তৃক বিক্ষিপ্তভাবে SSC সংক্রান্ত কার্যক্রমের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ক্ষেত্রবিশেষে এ পদক্ষেপসমূহ প্রকল্পকেন্দ্রিক (Project Specific) এবং গৃহিত পদক্ষেপ, এর মূল্যায়ন, সফলতা ইত্যাদি যথাযথভাবে Documentation হয়না। ফলে একদিকে যেমন SSC সংক্রান্ত কার্যাবলীর প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য-ভান্ডার (Institutional Memory) থাকছেনা অপরদিকে বাংলাদেশের অর্জিত সফলতা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তুলে ধরা (Show-casing) সম্ভব হচ্ছেনা। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে SSC সংক্রান্ত কার্যাবলীর পদক্ষেপ গ্রহণ, বাস্তবায়ন, সার্বিক সমন্বয়, তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যভান্ডার (Institutional Memory) সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কোন মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে Officially দায়িত্ব প্রদান অপরিহার্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

SSC কার্যক্রমের কলেবর বৃদ্ধি ও সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশে SSC সংক্রান্ত কার্যাবলীর পদক্ষেপ গ্রহণ, বাস্তবায়ন, সার্বিক সমন্বয়, তত্ত্বধান, মূল্যায়ন, এ সংক্রান্তে নিবিরভাবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও অফিসিয়ালি SSC কে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে একটি South South Cooperation Cell (SSCC) প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

সার্বিক প্রাসংগিকতা বিবেচনায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জাতিসংঘ অনুবিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে South-South Cooperation Cell (SSCC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ToR for South-South Cooperation Cell (SSCC):

(ক) বাংলাদেশে দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতার (SSC) আওতায় গৃহিত পদক্ষেপসমূহের ফোকাল পয়েন্ট (Focal Point) হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বাংলাদেশে দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতার (SSC) আওতায় গৃহিত কার্যাবলীর সার্বিক সমন্বয় সাধন;

(খ) পরিবর্তিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বর্তমান প্রেক্ষিতে South-South Cooperation Cell (SSCC) আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতার (SSC) ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ, সহযোগিতার সম্ভাব্যতা নিরূপন এবং বাংলাদেশে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের মূল প্লাটফরম হিসাবে দায়িত্ব পালন;

(গ) দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতার (SSC) আওতায় সম্প্রসারনযোগ্য সরকার ও বিভিন্ন বে-সরকারি সংস্থার আওতায় বাংলাদেশে উন্নয়ন সফলতার (Developmental Success) উল্লেখযোগ্য অর্জনের তথ্য-ভান্ডার (Information Repository) প্রনয়ন, প্রকাশনা, সংরক্ষণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সেগুলোর প্রচার ও প্রসারে Showcasing এর ব্যবস্থা করা;

(ঘ) দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতার (SSC) আওতায় করনীয় নির্ধারণে পলিসি ডায়ালগসহ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সভা/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/সম্মেলনের আয়োজন;

(ঙ) দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতা (SSC) সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্যক্রম, স্টাডি, সমীক্ষা, জরিপ বা Needs Assessments ইত্যাদির পদক্ষেপ গ্রহণ;

(চ) United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতা (SSC) সংক্রান্ত কার্যাবলীর সার্বিক সমন্বয়;

(ছ) South-South Cooperation (SSC) এর প্রসার ও প্রমোশনে অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংস্থা যেমন UNDP, ILO, FAO, WFP, UNFPA, UNIDO, UNEP ইত্যাদি সহ অন্যান্য দেশ ও সংস্থার সহযোগিতায় দক্ষিণের দেশসমূহের উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী সফলতা (Innovation Success) এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer) এর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(জ) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) ও পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা (Five Year Plan)'র আওতায় চিহ্নিত অগ্রাধিকার ক্ষেত্রের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতা (SSC) এর আওতায় গৃহিত বিভিন্ন কারিগরি ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন এবং সেগুলোর অর্থায়নে উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার সাথে প্রাথমিক যোগাযোগ স্থাপনে দায়িত্ব পালন;

(ঝ) দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতা (SSC) আওতায় গৃহিতব্য পদক্ষেপের সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা ও কাঠামো (Time-bound Plan and Framework) প্রনয়ন এবং প্রয়োজনীয় কর্ম-কৌশল (Strategy) নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়ন;

(ঞ) প্রাসংগিক অন্যান্য বিষয়াবলী

2. Finance and Development Minister's Forum of the South: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে এবং UNDP ও United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) এর সহযোগিতায় বিগত ১৭-১৮ মে, ২০১৫ সালে বাংলাদেশে "High Level Meeting on South-South and Triangular Cooperation in the Post 2015 Development Agenda: Financing for Development in the South and Technology Transfer" শীর্ষক আন্তজার্তিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বিশ্বের ৪৫ দেশ ও ১৬ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও এনজিও এবং সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। এ আন্তর্জাতিক সভার সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে South-South Cooperation (SSC) এর আওতায় দক্ষিণাঞ্চলীয় বিভিন্ন দেশের অর্থ ও উন্নয়ন মন্ত্রীদের অংশগ্রহণে "Finance and Development Minister's Forum of the South" গঠনের প্রস্তাব মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিগত ১৯/০৮/২০১৫ তারিখে অনুমোদন করেন। তৎপ্রেক্ষিতে এ ফোরামে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে ১৪/০৯/২০১৫ তারিখে বিশ্বের ১২৭টি দেশের মাননীয় অর্থ ও উন্নয়ন মন্ত্রী বরাবর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করা হয়। বিবেচ্য "Finance and Development Minister's Forum of the South" শীর্ষক ফোরাম প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিভিন্ন দেশে জিজ্ঞাসার আলোকে UNOSSC'র সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরবর্তীতে এ ফোরাম প্রতিষ্ঠার বিষয়ে UN General Assembly কর্তৃক একটি Resolution Adopt করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

3. UNDP এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন "Knowledge for Development Management (K4DM) for ERD UN wing" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল বিশেষতঃ দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশের মধ্যে South-South Cooperation এর অধীন সম্প্রসারনযোগ্য (Replicable) বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সফলতা (Development Success) এর তথ্য-ভান্ডার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে অতি দ্রুতই এর উদ্যোগ চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হবে।

4. Country Publications on South-South Cooperation: অর্থনৈতিক বিভাগের জাতিসংঘ অনুবিভাগ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয়ের আওতাধীন **a2i** প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে "South South in Action: Citizen-Friendly Public Service Innovation in Bangladesh" শীর্ষক "Country Publications on South-South Cooperation" প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রকশনার প্রথম খসড়া চুড়ান্ত করা হয়েছে। United Nations Office for South South Cooperation (UNOSSC) কর্তৃক এটি চূড়ান্ত করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এটি প্রকাশিত হলে বিশ্বের দক্ষিণাঞ্চল্লীয় দেশসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগীতার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত ও সহজতর হবে। আগামী সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে জাতিসংঘের ৭২ তম সাধারণ অধিবেশন (General Assembly) এ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করবেন মর্মে আশা করা যাচ্ছে।